গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ট্রাষ্টি ও সদস্য সচিব, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

এবং

সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই ২০১৮-৩০ জুন ২০১৯

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসম্পাদনের সার্বিকচিত্র	৩
উপক্রমণিকা (Preamble)	৪
সেকশন-১ : মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ (Mission) কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী	৫
সেকশন-২ : মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)	৬
সেকশন-৩ : কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদনসূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	৭
সংযোজনী-১ : শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	১২
সংযোজনী-২ : কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি	১৩
সংযোজনী-১ : কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা	১৫

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রপ্রতিক অর্জন : সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বৎসর) প্রধান অর্জনসমূহ-

মুক্তিযুদ্ধের লালিত স্বপ্নকে ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অর্জনগুলো বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাদুঘর পরিচালিত আউটরিচ কর্মসূচির আওতায় গত ০৩ বছরে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার ২২৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫৮৭২৬ জন শিক্ষার্থী এবং ৯৩৭৮৯ জন দেশি-বিদেশি দর্শনার্থী জাদুঘর পরিদর্শন করেছে। ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দ্বারা গত ৩ বছরে ৩২ টি জেলার ২২০ টি উপজেলার ৩৩৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে। এতে ৪,০০,২০৩ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মানবাধিকার, শান্তি ও সাম্প্রপ্রীতির ভাবধারায় উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করেছে। জাদুঘর প্রতিবছর 'মুক্তির উৎসব' নামে একটি বিশাল উৎসব আয়োজন করে। এতে প্রতি বছর গড়ে ১০ হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে দেশ গড়ার শপথে উদ্বুদ্ধ হয়। গত ৩ বছরে জাদুঘর ১২টি জেলা ও ৪ টি বিভাগীয় শিক্ষক সম্মেলন আয়োজন করেছে। তাছাড়া, জাদুঘর গত তিন বছরে ৬৪টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন করেছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীদের ২১৩১৮ টি মৌখিক ভাষ্য সংগ্রহ করেছে। এ সময়ে জাদুঘর ৫টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে এবং ৬টি প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করেছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

মাঠ পর্যায় থেকে প্রদর্শনীর ব্যাপক চাহিদা মিটানো ও ২টি ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর দ্বারা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মসূচি পালন করা প্রধান চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, ডকুমেন্টসমূহের ডিজিটালাইজেশন করা, আইটি উন্নয়ন করা, মুক্তিযুদ্ধের আর্কাইভ স্থাপন করা, সেন্টার ফর লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ সেন্টার ও সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস স্থাপন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- ৩৬০০০ দর্শনার্থীকে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি/স্মারক চিহ্ন জাদুঘরে প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ।
- ৪০০০০ শিক্ষার্থীকে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি/স্মারক চিহ্ন জাদুঘরে প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ।
- ৪০০০০ দর্শনার্থী জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ প্রদর্শনকরণ।
- ১১০০০০ নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরার জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ডকুমেন্টরি ফিল্ম প্রদর্শনী।
- ১০০০০ শিক্ষার্থীকে নিয়ে মুক্তির উৎসব আয়োজন।
- ১৮০ জন শিক্ষকদের সমন্বয়ে জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষক সম্মেলন আয়োজন।
- ১৬০ জন অংশগ্রহণকারি নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন।

উপক্রমণিকা (Preamble)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এবং

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব এর মধ্যে ..... সালের ..... মাসের ..... তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন-১

১.১ রূপকল্প (Vision) :

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধকরণ।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

এই জাদুঘর বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণ এবং ধর্ম, জাতিসত্তা ও সার্বভৌমত্বের নামে নৃশংসতার শিকার সকল মানুষের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং এর আদর্শিক ভিত্তিসমূহ অর্জনের জন্য দেশবাসীর ত্যাগ ও বীরত্বের ঘটনাবলি হৃদয়ঙ্গম করতে উৎসাহিত করে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এই ইতিহাসের আলোকে চলমান সামাজিক সমস্যা ও মানবাধিকারের বিষয়-বিবেচনায় সচেষ্ট রয়েছে।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১. মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ

২. বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনায় জাগরণ এবং দেশাত্ববোধ শক্তিশালীকরণ

১.৩.২ আবিশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন।
২. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।
৩. প্রশাসনিক সংস্কার ও নৈতিকতার উন্নয়ন।
৪. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।
৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

১.৪ কার্যাবলী (Functions)

১. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি/স্মারক চিহ্ন জাদুঘরে প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ।
২. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি চিহ্ন প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ।
৩. নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরার জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ডকুমেন্টরি ফিল্ম প্রদর্শনী।
৪. নতুন প্রজন্মের জন্য মুক্তির উৎসব আয়োজন।
৫. জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষক সম্মেলন আয়োজন।
৬. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন।

সেকশন-২

দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্তফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impect)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	চূড়ান্ত ফলাফল সূচক	একক	প্রকৃত অর্জন*		লক্ষ্যমাত্রা ২০১৮-২০১৯	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসমূহ
			২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮		২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১		
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনায় নতুন প্রজন্ম উদ্বুদ্ধ	উদ্বুদ্ধকৃত নতুন প্রজন্ম	টিবিডি	টিবিডি	টিবিডি	টিবিডি	টিবিডি	টিবিডি	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষামন্ত্রণালয়, সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাস ও উপজেলা প্রশাসন	